মিঠামইনে ভাইয়ের জানাজায় অংশ নিলেন রাষ্ট্রপতি

ঢাকা, জুলাই ১৯ :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিঠামইনের কামালপুরের পৈত্রিক বাড়িতে ছোট ভাই মো. আবদুল হাইয়ের জানাজায় অংশ নিলেন ।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন জানান, আছরের নামাজের পর রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ তাঁর বসতবাড়ি প্রাঙ্গণে ছোট ভাই আবদুল হাইয়ের দ্বিতীয় জানাজায় অংশ নেন। সেখানে রাষ্ট্রপতির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও জানাজায় অংশ নেন।

ওই জানাজায় ইমামতি করেন রাষ্ট্রপতির ছোট ছেলে রিয়াদ আহমেদ।

জানাজা শেষে পিপিই পরিহিত আবদুল হামিদ তাঁর ছোট ভাই আবদুল হাইয়ের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জানাজা শেষে আবদুল হাইকে পারিবারিক করবস্থানে দাফন করা হয়।

পরে আব্দুল হাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি।

রোববার দুপুরে আবদুল হাইয়ের প্রথম জানাজা কিশোরগঞ্জের মিঠামইনের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক সরকারি কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

জানাজার আগে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাইয়ের কফিনে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান (গার্ড অব অনার) জানানো হয়।

দুপুরে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা থেকে আবদুল হাইয়ের মরদেহ মিঠামইনে নিয়ে যাওয়া হয়।

কলেজ প্রাঙ্গনে জানাজার আগে সেখানে আবদুল হাইয়ের জীবন ও কাজ নিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক। এছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্য রাখেন।

কফিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গত ১৭ জুলাই ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শুক্রবার রাত সোয়া ১টার দিকে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন আবদুল হাই। তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

করোনা উপসর্গ দেখা দিলে গত ২ জুলাই তাঁর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসলে রাতেই তাঁকে ঢাকা সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ১২ জুলাই থেকে ভেনটিলেশনে রাখা হয়।

আবদুল হাই কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন । ৯ ভাই বোনের মধ্যে আবদুল হাই ছিলেন ৮ম।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক সরকারি কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন। হাজি তায়েব উদ্দিন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং শিক্ষক ছিলেন ।